।।CC-3।।

।।UNIT-4।।

।।শব্দভান্ডার।।

শব্দভান্ডার

|

তৎসম শব্দ অর্ধ-তৎসম শব্দ তদ্ভব শব্দ দেশি শব্দ বিদেশি শব্দ নবগঠিত শব্দ

শব্দভান্ডার: 'শব্দ' কথার অর্থ হল 'অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি',যা বাক্যগঠনের মূল উপাদান। 'ভান্ডার' কথার আভিধানিক অর্থ 'ভাঁড়ার'।

° বাংলা ভাষার অভিধানে যে সমস্ত শব্দ গচ্ছিত আছে তাকে শব্দভান্ডার বলা হয়।

•<u>তৎসম শব্দ:</u> 'তৎ' শব্দের অর্থ 'তার'।'সম' শব্দের অর্থ 'সমান'। অর্থাৎ তার(সংস্কৃতের) সমান।যে সমস্ত শব্দ সরাসরি সংস্কৃত শব্দ থেকে অপরিবর্তিত ভাবে বাংলা শব্দভান্ডারে এসে মিশেছে তাকে তৎসম শব্দ বলা হয়।

<u>যেমন:</u> সূর্য, নক্ষত্র,গৃহ,লক্ষণ ইত্যাদি।

•<u>অর্ধ-তৎসম শব্দ:</u> অর্ধ=অর্ধেক।তৎ=তার(সংস্কৃত)।সম=সমান। অর্থাৎ, অর্ধেক তার(সংস্কৃতের) সমান।

যে সমস্ত শব্দ সংস্কৃত শব্দ হতে আংশিক পরিবর্তন হয়ে বাংলা শব্দ ভান্ডারে এসে মিশেছে এবং বাংলা শব্দ ভান্ডার'কে সমৃদ্ধ করেছে সেই সমস্ত শব্দ'কে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলা হয়।

<u>যেমন:</u> কইরা,ধইরা,মাইরা ইত্যাদি।

•<u>তদ্ভব শব্দ:</u> তৎ=তার(সংস্কৃত থেকে)।ভব=উদ্ভব। যে সমস্ত শব্দ সরাসরি সংস্কৃত থেকে বাংলায় না এসে,মধ্যবর্তী পর্যায়ে প্রাকৃতের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে বাংলা শব্দ ভান্ডারে এসে মিশেছে তাকে তদ্ভব শব্দ বলা হয়।

যেমন: করিয়া>কইরা>করে,ধরে,মেরে,পেটো ইত্যাদি।

•<u>দেশী শব্দ:</u> যে সমস্ত ভাষা এদেশের, অন্য ভাষা থেকে সরাসরি বাংলায় এসেছে সেই শব্দ দেশী। একে দু'ভাগে ভাগ করা যায়- ১।।অনার্য= ঝোল,ঝাঁটা,গুগলি ইত্যাদি। ২।।আর্য= হিন্দি ভাষা থেকে=

দোস্ত,ঘেরাও ইত্যাদি।

•<u>বিদেশি শব্দ:</u> যে সমস্ত শব্দ বিদেশি ভাষা থেকে এসে সরাসরি বাংলায় মিশেছে এবং বাংলা শব্দ ভান্ডার'কে সমৃদ্ধ করেছে।

°ইংরাজি- চেয়ার, টেবিল,স্কুল,কলেজ ইত্যাদি।

°জার্মান- জার,নাৎসী ইত্যাদি।

(বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিদেশি লিখলেই হবে,কোন দেশ থেকে এসেছে তার উল্লেখ না করলেও চলবে)

•<u>নবগঠিত শব্দ:</u> এর মধ্যে কিছু মিশ্র শব্দ এবং কিছু অবিমিশ্র শব্দ।

অবিমিশ্র শব্দ- অনিকেত, অতিরেক ইত্যাদি।

মিশ্র শব্দ- হেড(ইং)+মৌলবী(আরবি)= হেডমৌলবী। ফি(ফরাসী)+বছর(বাংলা)= ফি-বছর, ইত্যাদি।

• শব্দের বর্গ নির্ধারণ-এর কিছু প্রণালী•

(নিম্নোক্ত প্রণালী অনেকাংশেই ঠিক।তবে ব্যতিক্রম সর্বদা বর্তমান)

১. শব্দে ঁ থাকলে তদ্ভব শব্দ হয়।

২. বানানে 'স্ট' 'ন্ড' 'ন্ট' থাকলে বিদেশি শব্দ।

৩. বানানে 'ষ্ট' 'ণ্ড' 'ণ্ট' 'ণ্ঠ' থাকলে তৎসম শব্দ।

৪. বানানে দুটো 'ই' কার থাকলে বিদেশি শব্দ ।

৫. ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়ম এর সমীভবন হলে অর্ধ তৎসম শব্দ।

৬. সমীভবনের আগের রূপ তৎসম শব্দ।

৭. স্বরাগম, অপিনিহিতি, স্বরসঙ্গতি হলে অর্ধ তৎসম শব্দ।(এর মূল রূপ তৎসম শব্দ)।

৮. অভিশ্রুতি হলে তদ্ভব শব্দ (সামন্তরাজ>সাঁতরা>সাঁওতাল)।

৯. বাঙালির খাদ্য পূর্বে ব্যবহৃত সমস্তটাই দেশি শব্দ। ঘুগনি, সিমাই, অথবা প্রক্রিয়াজাত খাদ্য বিদেশি শব্দ। পিঠে জাতীয় খাবার হল দক্ষিণ ভারত থেকে আগত অর্থাৎ দেশি শব্দ। তবে 'ভাত' তদ্ভব শব্দ।'লবন'তৎসম শব্দ।'নুন' তদ্ভব শব্দ।

১০. পোশাক: নেংটি, ধুতি, শাড়ি ছাড়া সমস্ত তাই বিদেশি শব্দ।

১১. ঘর: মাটির ঘর কেন্দ্রিক শব্দ দেশি শব্দ। মাটির ঘর বাদে সমস্ত শব্দ বিদেশি।

১২. আমাদের ব্যবহৃত আসবাবপত্র সমস্তটাই বিদেশি শব্দ।

১৩. রাজকার্য, জমিজমা, আইন সম্পর্কিত সমস্ত শব্দ বিদেশি শব্দ।

১৪. বিদেশি শব্দের বানানে মূলত 'ই' কার থাকবে।

১৫. যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে অনেকাংশে তৎসম শব্দ হয়।

১৬. দুটি আলাদা ভাষার শব্দ জুড়ে গেলে মিশ্র শব্দ হয়।

••উপরিউক্ত পাঠ ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে ,চন্দ্রকেতুগড় শহীদুল্লাহ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ই-নোটসের জন্য তৈরি করা হয়েছে। আলোচনাটি নির্মাণের সময় নানান গ্রন্থ থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করা হয়েছে।

••পাঠ প্রণেতা: তন্ময় বিশ্বাস। সহকারি অধ্যাপক, চন্দ্রকেতুগড় শহিদুল্লাহ্ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়। বাংলা বিভাগ।